এলজিইডি নিউজলেটার

এলজিইডির একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা // সংখ্যা ১২৬ : জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৭ // রেজি নং-২৪-৮৭

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭ রাজশাহীর পবায় বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন

দেশের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে উন্নয়ন কার্যক্রম উদ্বোধন করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

দেশের উত্তরাঞ্চলীয় জেলা রাজশাহী এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলা পটুয়াখালীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেশ কয়েকটি উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭ রাজশাহীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৬টি উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন করেন। এর মধ্যে রয়েছে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)'র উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বাগমারা উপজেলা কমপ্লেক্সের সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবন এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত রাজশাহী টিক্কাপাড়াস্থ ছয়তলা বিশিষ্ট আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সেন্টার। এর আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাইটেক পার্কসহ রাজশাহীর ১৬টি উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এসবের মধ্যে এলজিইডি'র 'উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণকাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উল্লেখ্য, এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর প্রাক্কলিত ব্যয় ১২২৩.৫৩ কোটি টাকা। প্রকল্পটি অক্টোবর ২০১২-এ একনেকে অনুমোদিত হয় এবং জুন ২০১৮ এ সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়। এ উপলক্ষে রাজশাহীর পবা উপজেলার হরিয়ান চিনিকল মাঠে উপজেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত রাজশাহীর উন্নয়নেও বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, রাজশাহীতে দেশের প্রথম 'সিলিকন সিটি' নির্মাণ করা হচ্ছে। সেখানে কম্পিউটার ও ল্যাপটপসহ নানা ইলেকট্রনিক পণ্য উৎপাদিত হবে। প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণদের বিপুল কর্মসংস্থান হবে। পবা উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ইয়াসিন আলীর সভাপতিত্বে জনসভায় অন্যান্যের মধ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এমপি, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম এমপি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি উপস্থিত ছিলেন। এ দিকে গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলা পটুয়াখালীতে বেশ কয়েকটি উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এসব কাজের উদ্বোধন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কলাপাড়া হেডকোয়ার্টারস থেকে টিয়াখালীঘাট বাজার সড়কে এলজিইডি নির্মিত ১৭৫ মিটার দীর্ঘ সেতু এবং নবসৃষ্ট রাঙাবালি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন উদ্বোধন করেন। একইসঙ্গে কলাপাড়া উপজেলা পরিষদ সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত করতে বর্তমান সরকার কাজ করছে। রাঙাবালি ও কলাপাড়াকে দুর্যোগপ্রবণ এলাকা হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ৭০-এর ঘূর্ণিঝড়ে এ এলাকায় অনেক লোক প্রাণ হারায়।

তিনি বলেন, বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চল দীর্ঘদিন যাবৎ অবহেলিত ছিল। বর্তমান সরকারের সময় এ এলাকার উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ এলাকা প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ হওয়ায় ইউনিয়ন পরিষদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা উপজেলা কমপ্লেক্সগুলো এমনভাবে নির্মাণ করা হচ্ছে যাতে মানুষ দুর্যোগের সময় নিরাপদে আশ্রয় নিতে পারে। অবকাঠামোগুলোর বহুমুখী ব্যবহার বিবেচনায় রেখেই পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পরপর সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণের উদ্যোগ নেন। ৭০-এর ঘূর্ণিঝড়ের অভিজ্ঞতা থেকেই জাতির পিতা এক হাজার সাইক্লোন সেল্টার গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। তিনি জানান, এ অঞ্চলে শক্তিশালী সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বর্তমান সরকার কাজ করছে। পায়রা বন্দরের সঙ্গে রেললাইন সংযুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ০২

সম্পাদকীয়

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসনের উদ্যোগ

২০১৭ সালে অতিবর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা ঢলে সৃষ্ট বন্যায় সারাদেশের সড়ক নেটওয়ার্ক ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে, এসব ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক হাজার কোটি টাকা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ বন্যায় সড়ক নেটওয়ার্কসহ কৃষি, মৎস্য ও পশুসম্পদ এবং বাঁধের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বন্যা পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় সরকার বহুমুখী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

এলজিইডি ২০১৭ সালের বন্যা, ভূমিধ্বস ও ঘূর্ণিঝড়ের কারণে গ্রামীণ যোগাযোগ ও অবকাঠামোর যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা মূল্যায়ন, করণীয় নির্ধারণ ও সুপারিশ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে দ্রুত এর পরিমাণ নির্ধারণের (র‍্যাপিড অ্যাসেসমেন্ট) উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর অংশ হিসেবে গত ২৭ আগস্ট ২০১৭ এলজিইডি সদর দপ্তরে এক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সদর দপ্তর, আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ অংশ নেন। সভায় এলজিইডির সড়ক নেটওয়ার্কের ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন, অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণ ও জরুরিভিত্তিতে পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে পল্লি সড়ক নেটওয়ার্ক চলাচলের উপযোগী করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। বন্যায় সড়ক নেটওয়ার্কের পাশাপাশি অনেক স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন এবং ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ সেক্টরের উপ-প্রকল্পগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সভায় এসব অবকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতি নিরুপণের ওপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

এলজিইডি মাঠ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে 'ড্যামেজ অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট অব রুরাল রোডস্ (ফ্লাড এন্ড ল্যান্ডস্লাইড ২০১৭; সাইক্লোন ২০১৬ এন্ড ২০১৭)' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে। এ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২০১৭ সালের বন্যা, ভূমিধ্বস, সাইক্লোন এবং ২০১৬ সালের সাইক্লোনে দেশের প্রায় সাড়ে দশ হাজার কিলোমিটার পল্লি সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; যার সম্ভাব্য পুনর্বাসন ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে ছয় হাজার ছয়শ' কোটি টাকা। একইসঙ্গে, এ প্রতিবেদনে প্রায় তেইশ হাজার মিটার সড়ক অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে; যার সম্ভাব্য পুনর্বাসন ব্যয় ধরা হয়েছে এক হাজার আটশ' বায়ান্ন কোটি টাকা।

প্রতিবেদনে ২০১৭ সালের বন্যাকে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবের ক্ল্যাসিক উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এবারের বন্যার স্থায়ীত্ব ছিল যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি, যা শুরু হয়েছিল এপ্রিলে এবং এর প্রভাব অক্টোবর মাস পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। যুগপৎভাবে ২০১৬ এর ঘূর্ণিঝড় 'রুয়ানু' এবং ২০১৭ এর ঘূর্ণিঝড় 'মোরা' এর প্রভাবে উপকূলীয় অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মূল্যায়ন প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশের বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকৃতি ও প্রবণতা বদলে যাচ্ছে। ২০১৭ সালের বন্যা এবং নজিরবিহীন বৃষ্টিপাতের কারণে ভূমিধ্বসের মতো ঘটনা ঘটেছে। এবারের বন্যায় দেশের নতুন নতুন জেলা প্লাবিত হয়েছে, জেলাগুলো হলো: দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় ও সিলেট। একইসঙ্গে, উজান থেকে নেমে আসা ঢলে হাওর এলাকায় বাঁধ ভেঙে ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

উল্লেখ্য, র‍্যাপিড অ্যাসেসমেন্টে জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও ঝুঁকিপূর্ণ সড়কসমূহ চিহ্নিত করে তা পুনর্বাসনের জন্য সুপারিশ করা হয়। এলজিইডি বন্যা পরবর্তী টেকসই সড়ক নেটওয়ার্ক পুনর্বাসনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ চলাচলের উপযোগী করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। চাহিদার আলোকে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে ক্ষতিগ্রস্ত সড়কসমূহ মেরামত করা হবে।

পল্লি সড়ক নেটওয়ার্ক বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি। জাতীয় অর্থনীতিতে এ নেটওয়ার্কের রয়েছে বিশেষ অবদান। এলজিইডি মনে করে, অর্থনীতি ও সামাজিক গতিশীলতা ধরে রাখতে এ সড়ক নেটওয়ার্ক সার্বক্ষণিক চলাচলের উপযোগী রাখা জরুরি। সরকারের নিজস্ব অর্থায়নের পাশাপাশি বিশ্বব্যাংক, এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক ও জাইকার আর্থিক সহায়তায় ক্ষতিগ্রস্ত এসব পল্লি অবকাঠামো পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

বেশকিছু উন্নয়ন কার্যক্রম

১ম পৃষ্ঠার পর

একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কুয়াকাটায় সাবমেরিন কেব্‌ল ল্যান্ডিং স্টেশন উদ্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রী দ্বিতীয় সাবমেরিন কেব্‌লের সঙ্গে দেশ সংযুক্ত হতে পারায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে এলজিআরডি ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের সকল উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স মাস্টারপ্ল্যানের ভিত্তিতে নির্মাণ করা হচ্ছে। তিনি জানান, এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় দেশের ২৩৩টি উপজেলায় হলরুম নির্মাণসহ প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে, যার মোট আয়তন ২১ হাজার বর্গফুট। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম এমপি। গণভবনে উপস্থিত ছিলেন রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক এমপি, চিফ হুইপ আ, স, ম ফিরোজ, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম, ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম, সংসদ সদস্য এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ। পটুয়াখালী থেকে ভিডিও কনফারেন্সে অংশ নেন সাবেক ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহজাহান মিয়া, সংসদ সদস্য মোঃ মাহবুবুর রহমান, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব শ্যাম সুন্দর সিকদার, পটুয়াখালীর জেলা প্রশাসক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান এবং সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

এলজিইডির কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বাস্তবায়িত এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন কর্মকাণ্ডের অগ্রগতির পর্যালোচনা সভায় এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারীসহ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীগণ

দেশের বৃহত্তম প্রকৌশল সংস্থা হিসেবে এলজিইডি পল্লি, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়নে কাজ করে। দক্ষ জনবল, সময় নির্দিষ্ট কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, উন্নয়ন কাজের গুণগতমান বজায় রাখা তথা প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতার কারণে প্রতিবছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ বেড়ে চলেছে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে ১৩ জুলাই ২০১৭ বিগত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাস্তবায়িত এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সভাপতি প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী জানান, গত আড়াই বছরে অঞ্চলভিত্তিক পর্যালোচনা সভা করা হয়েছে, যার সুফল হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রাখা। প্রধান প্রকৌশলী আরও জানান, ইতোমধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের সঙ্গে এবং সকল জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীদের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ে কর্মরত নির্বাহী প্রকৌশলীদের পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদিত ডিজাইন অনুসারে কাজ বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করেন। কাজের গুণগত মান সঠিক রাখার জন্য মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন বৃদ্ধির ওপর প্রধান প্রকৌশলী গুরুত্বারোপ করেন। সভায় আরও বক্তব্য রাখেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন) নূর মোহাম্মদ। দিনব্যাপী এ পর্যালোচনা সভায় নির্ধারিত সময়ে প্রাক্কলন অনুমোদন, সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত স্লোগান ব্যবহার, অর্থবছরের শুরুতেই এডিপি'র বরাদ্দ অনুযায়ী প্রত্যেক জেলার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে নির্বাহী প্রকৌশলীদের অবহিতকরণের জন্য প্রকল্প পরিচালকদের নির্দেশনা দেওয়া হয়। পর্যালোচনা সভায় এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকসহ, জেলা পর্যায়ে কর্মরত নির্বাহী প্রকৌশলী ও সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন।

সড়ক ঢালের স্থায়িত্ব বাড়াতে লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার

বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি মূলত পলি দ্বারা গঠিত, ফলে সড়ক বাঁধের পার্শ্ব ঢাল বিশেষ করে যেসব সড়কের পার্শ্বে, নদী, খাল, পুকুর ইত্যাদি জলাধার অবস্থিত ওই সব রাস্তার ঢাল, সেতুর এপ্রোচ ইত্যাদি ভাঙনের ঝুঁকিতে থাকে। তাই সড়কের স্থায়ীত্ব বাড়াতে পার্শ্ব ঢাল সুরক্ষা প্রয়োজন। প্রচলিত পদ্ধতিতে ঢাল সুরক্ষার জন্য সাধারণত কংক্রিট ব্লক, প্যালাসাইডিং, বালির বস্তা, পাথর ও জিওটেক্সটাইল ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতি বেশ ব্যয় বহুল। অপরদিকে, বায়োইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতিতে মাটির কাজ সুরক্ষা টেকইস প্রযুক্তি হিসেবে পৃথিবীব্যাপী স্বীকৃতি পেয়েছে। এ পদ্ধতিতে নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় তুলনামূলক কম। বৃষ্টি বা জোয়ারের কারণে যেসব এলাকায় মাটির কাজ ঝুঁকির মুখে থাকে সেখানে কাজের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধির জন্য এটি কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। মাটির ঢাল সুরক্ষার জন্য কম খরচে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই প্রযুক্তি হিসেবে বায়োইঞ্জিনিয়ারিং একটি ভিন্নমাত্রার উদ্ভাবনা। বায়োইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ধারণা বিনিময়, প্রয়োগ পদ্ধতি, মাটি ও ভূ-প্রকৃতির বৈচিত্র্যভেদে ব্যবহার কৌশল ও নীতিনির্ধারকদের পরিবেশবান্ধব টেকসই এ সবুজ প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে গত ৩০ আগস্ট ২০১৭ এলজিইডি সদর দপ্তরে 'বায়োইঞ্জিনিয়ারিং: প্রোটেকশন অব আর্থওয়ার্ক' বিষয়ে এক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এলজিইডির কোস্টাল ক্লাইমেট রিজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্প (সিসিআরআইপি) এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী বলেন, বাংলাদেশের বাস্তবতায় সড়কের পার্শ্ব ঢাল সুরক্ষা একটা বড় সমস্যা। বায়োইঞ্জিনিয়ারিং অত্যন্ত সময়োপোযোগী পদ্ধতি। টেকসই উন্নয়নের জন্য লাগসই প্রযুক্তিগুলো কাজে লাগাতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিন্না ঘাসের (ভারটিবার) ব্যবহার একটি ভালো উপায় হতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন। লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য গবেষক ও মাঠপর্যায়ে যারা কাজ করছেন তাদের মধ্যে সমন্বয়ের ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। সভাপতির বক্তব্যে এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ খলিলুর রহমান বলেন, সড়কের ঢাল সুরক্ষার জন্য বিন্না ঘাস ব্যবহার করা যেতে পারে। তিনি বলেন, সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্প (আরটিআইপি-২)-এর আওতায় কুমিল্লা জেলায় রাস্তার পাশে মাটির অংশ সুরক্ষার জন্য বিন্না ঘাস লাগানো হয়েছে। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনপর্বে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শরিফুল ইসলাম বায়োইঞ্জিনিয়ারিং প্রোটেকশন অব আর্থওয়ার্ক বিষয়ে একটি উপস্থাপনা তুলে ধরেন। তিনি বায়োইঞ্জিনিয়ারিং-এর ধারণা, জলবায়ুসহনীয় ঢাল সুরক্ষা কৌশল, বিন্না ঘাসের ধরণ ও বহুমুখী ব্যবহার, লাগানোর কৌশল এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে বায়োইঞ্জিনিয়ারিং-এর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। ।

বায়োইঞ্জিনিয়ারিং-এর ওপর বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শরিফুল ইসলাম

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলজিইডির সড়ক নেটওয়ার্ক পুনর্বাসনের পরিকল্পনা

সভায় বক্তব্য রাখছেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ও বন্যাসহ নানা ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা যাচ্ছে। এতে স্বাভাবিক জনজীবন ও দেশব্যাপী গড়ে তোলা অবকাঠামো ঝুঁকির মুখে পড়ছে। ২০১৭ সালে অতিবর্ষণ ও উজান থেকে আসা ঢলে সৃষ্ট বন্যায় দেশের সড়ক নেটওয়ার্ক ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রাথমিকভাবে, এ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক হাজার কোটি টাকা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ বন্যায় সড়ক নেটওয়ার্কসহ কৃষি, মৎস্য ও পশুসম্পদ এবং বাঁধের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে জলবায়ুসহনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এলজিইডি ২০১৭ সালের অতিবর্ষণে গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামোর যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা মূল্যায়ন, করণীয় নির্ধারণ ও সুপারিশ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর অংশ হিসেবে গত ২৭ আগস্ট ২০১৭ এলজিইডি সদর দপ্তরে এক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় উদ্বোধনী বক্তৃতায় এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী বলেন, এবারের বন্যায় এলজিইডির সড়ক নেটওয়ার্কের যে ক্ষতি হয়েছে জরুরিভিত্তিতে তা মূল্যায়ন করে চলাচলের উপযোগী করতে হবে। প্রধান প্রকৌশলী বলেন, দেশজুড়ে এলজিইডির বিশাল সড়ক নেটওয়ার্ক রয়েছে। এর পাশাপাশি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকলে তাও দেখতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন, এলজিইডির ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ সেক্টরে প্রায় ১১০০ উপ-প্রকল্প রয়েছে; বন্যায় সেগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকলে চিহ্নিত করতে হবে। তিনি জানান, প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নতুন প্রকল্প প্রস্তুত করা হবে। এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (রক্ষণাবেক্ষণ) মোঃ জয়নাল আবেদীন বলেন, চাহিদা মূল্যায়ন করে অগ্রাধিকারভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত সড়কসমূহ মেরামত করা হবে। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) ইফতেখার আহমেদ বলেন, পল্লি সড়ক বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি। তিনি এলজিইডির পল্লি সড়ক নেটওয়ার্ক সুনির্দিষ্টকরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সভায় ২০১৭ বন্যা: টেকসই পুনর্বাসন পরিকল্পনা এবং সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন এর ওপর দুটি উপস্থাপনা তুলে ধরা হয়। উপস্থাপনায় তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির ওপর বিস্তারিত ধারণা প্রদান করা হয়। সভায় এলজিইডি সদর দপ্তর, আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ অংশ নেন।

পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করে উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে

– প্রধান প্রকৌশলী

টেকসই অবকাঠামো নির্মাণের অন্যতম শর্ত হলো পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা। উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরিবেশ বা জনজীবনের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখা জরুরী। এ বিষয়ে এলজিইডি দেশের বিদ্যমান আইন ও নীতিমালা অনুসরণ করে থাকে।

একইসঙ্গে, উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে যেসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হয় সেখানেও পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করে উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করা হয়। ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন বা গাছ কাটার প্রয়োজন হলে ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে এলজিইডির মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ২৪ ও ২৫ এবং ২৭ ও ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭ দু'ব্যাচে মোট ১৪০ জন সোসিওলজিস্ট ও কমিউনিটি অরগানাইজারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এলজিইডি সদর দপ্তরে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনীপর্বে প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী বলেন, অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নে পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। পরিবেশ বা সমাজের ক্ষতি করে উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করা যাবে না। উপ-প্রকল্পগুলো সম্পর্কে কারো কোনো অভিযোগ বা বিরোধ থাকলে তা সুরাহা করেই কাজ সম্পন্ন করতে হবে। প্রধান প্রকৌশলী আরও বলেন, সেফগার্ডের ক্ষেত্রে সরকারি আইন

এরপর পৃষ্ঠা ০৫

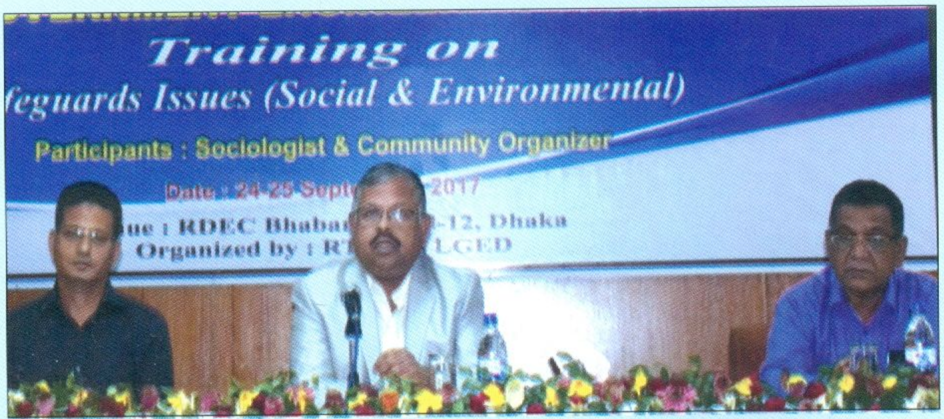

এজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী পর্বে বক্তব্য রাখছেন

পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত

০৪ পৃষ্ঠার পর

ও নীতিমালা এবং উন্নয়ন সহযোগীদের গাইড লাইন অনুসরণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো ধরনের শৈথিল্য দেখানো যাবে না। তিনি আরও বলেন, জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে যাতে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে। সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে ক্ষয়ক্ষতির আর্থিক মূল্য নির্ধারণ এবং পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে হবে।

এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (প্রশিক্ষণ) মোঃ মহসীন প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য তুলে ধরে বলেন, উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সেফগার্ড ইস্যুতে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।

এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশিক্ষণ) মোঃ আব্দুর রশীদ খান বলেন, পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হলে মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতার প্রয়োজন রয়েছে। সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্প (আরটিআইপি-২)-এর সহায়তায় পরিচালিত প্রশিক্ষণে প্রকল্প পরিচালক মোঃ মোস্তফা কামাল বলেন, পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করেই আরটিআইপি-২ এর সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের নীতিমালা অনুসরণ করে সমন্বিত অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আরটিআইপি-২ এর এ অভিজ্ঞতা এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কাজে লাগানোর সুযোগ রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

পল্লি ও নগরের মধ্যে শক্তিশালী যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা

এলজিইডি'র সদর দপ্তরে নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প-২ এর প্রস্তুতিমূলক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী

একটি বড় শহর ও তার প্রভাব বলয়ের মধ্যে অবস্থিত অন্যান্য শহর ও আরবান সেক্টরগুলোকে সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়ন করা হলে এসব অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এছাড়া এসব শহরগুলোর মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা হলে ছোট শহর থেকে বড় শহরে মানুষের অভিগমনের হার হ্রাস পাবে। এই ধারণা থেকে ২০১১ সালে শুরু হয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প বা সিআরডিপি বাস্তবায়নের কাজ। ঢাকা নগর অঞ্চল ও খুলনা নগর অঞ্চলে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি কার্যকর আঞ্চলিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে শহর ও নগরের উন্নত পরিবেশ এবং অবকাঠামোগত সুবিধা উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে।

সিআরডিপির অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নগর অঞ্চলের পরিবেশ সংরক্ষণ, দুর্যোগসহনীয় অবকাঠামো নির্মাণ এবং পল্লি ও নগর যোগাযোগ (রুরাল আরবান লিংকেজ) এর মত বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়ে নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প-২ (সিআরডিপি-২) প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে। সিআরডিপির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে নগর পরিকল্পনার উন্নয়ন।

এর আওতায় রাজউক কর্তৃক ঢাকা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান (ডিএমডিপি) ২০১৬ থেকে ২০৩৫ সাল মেয়াদে আগামী ২০ বছরের জন্য হালনাগাদ করা হয়েছে, যা বর্তমানে ঢাকা স্ট্র্যাকচার প্ল্যান নামে পরিচিত। ঢাকা স্ট্র্যাকচার প্ল্যান ঢাকা মহানগরকে কেন্দ্র করে তিনটি রিং রোড প্রস্তাব করা হয়েছে। এদিকে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) কর্তৃক প্রস্তাবিত রিভাইজড্ স্ট্র্যাটেজিক ট্রান্সপোর্ট প্ল্যানেও ঢাকা মহানগরীর চারিদিকে তিনটি রিং রোড এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ সড়ক উন্নয়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

সিআরডিপি-২ প্রকল্পের মাধ্যমে এই পরিকল্পনার সঙ্গে সমন্বয় করে ৩৯ কিলোমিটার আউটার ও ৩৪ কিলোমিটার মিড্ল রিং রোড এবং ২৪৭ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক উন্নয়নের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। গত ২৫ জুলাই ২০১৭ এলজিইডি সদর দপ্তরে আয়োজিত সিআরডিপি-২ এর প্রকল্প প্রস্তুতি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের পরামর্শক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথির বক্তব্যে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী বলেন, বাংলাদেশের বাস্তবতা ও নগরায়ণের কারণে দেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে পরিকল্পিত নগরায়ণের কোনো বিকল্প নেই।

এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের সিনিয়র আরবান ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট মিং ইউয়ান ফ্যান বিশেষ অতিথি ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন এলজিইডি'র অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিআরডিপি'র প্রকল্প পরিচালক মোঃ আহসান হাবিব।

এলজিইডিতে গভর্নমেন্ট এন্ড কন্ট্রাক্টর ফোরামের কর্মশালা

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর সরকারের ই-জিপি বাস্তবায়নে কাজ করছে। এই প্রক্রিয়াকে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে এলজিইডি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও ঠিকাদারদের দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। গত ১২ আগস্ট ২০১৭ এলজিইডি সদর দপ্তরে গভর্নমেন্ট এন্ড কন্ট্রাক্টর ফোরামের এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় দরপত্র দাখিল সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয়।

কর্মশালায় উল্লেখ করা হয় যে, বর্তমান বিধি অনুযায়ী শতকরা ১০ ভাগ উর্ধ্ব বা নিম্ন দরে দরপত্র দাখিল হলে তা বাতিল হবে। সর্বনিম্ন দরপত্র দাতা একাধিক হলে সেক্ষেত্রে দরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পারফরমেন্স ম্যাট্রিক্স অনুসরণ করা হয়। পারফরমেন্স ম্যাট্রিক্সের সাতটি সূচকের মাধ্যমে মূল্যায়নে একাধিক দরদাতা সমযোগ্যতা সম্পন্ন হলে টার্নওভারের ভিত্তিতে ঠিকাদার নির্বাচন করা হচ্ছে। এতে বিত্তবান ঠিকদারেরা কাজ পাচ্ছেন।

এছাড়া একই ঠিকদারের লাইসেন্স বিক্রি হওয়ায় অন্য ঠিকাদারগণ কাজ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানকল্পে সেন্ট্রাল প্রক্রিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) কে বিষয়টি জানানোর জন্য স্ব-স্ব দপ্তর থেকে উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে কর্মশালায় আলোচনা করা হয়।

উল্লেখ্য, সরকারি কাজ বাস্তবায়নে ঠিকাদারদের সমস্যা ও এর সমাধানকল্পে গভর্নমেন্ট এন্ড কন্ট্রাক্টর ফোরাম কাজ করছে। পনের সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস্ ও পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ বিষয়ে আলোচনা ও সমাধানের সম্ভাব্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। দেশের ৬৪টি জেলায় এই কমিটি রয়েছে, এ কমিটির সদস্যরা সরকারি কাজ বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখছে।

এলজিইডির ই-সার্ভিস উন্নয়নে কর্মশালা

এলজিইডির ই-সার্ভিস প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালায় উপস্থিত প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারীসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার রূপকল্প ঘোষণা করেছে। এ লক্ষ্যে বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। জনগণকে দ্রুত ও অল্প খরচে সরকারি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা অনলাইনভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ইতোমধ্যে এলজিইডি'র সার্বিক কার্যক্রমের এক বৃহৎ অংশ ইলেক্ট্রনিক সিস্টেমের আওতায় আনা হয়েছে।

কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, পরিচালন ব্যবস্থা উন্নতিকরণ ও সার্বিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে বেশকিছু সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা হয়েছে। বেশকিছু সফটওয়্যার উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে। এর অংশ হিসেবে ই-সার্ভিস রোডম্যাপ প্রণয়ন বিষয়ে গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭ এলজিইডি সদর দপ্তরে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী বলেন, এ পদ্ধতিটি সবার জন্য উন্মুক্ত করতে হবে, যাতে সহজেই জনগণ এলজিইডির কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারে ও মতামত জানাতে পারে।

তিনি বলেন, এলজিইডির অফলাইনের কাজগুলো পর্যায়ক্রমে অনলাইনে রূপান্তর করা হবে। এ পদ্ধতি অভিযোগ নিরসনের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। প্রধান প্রকৌশলী আরও বলেন, তথ্যগুলো যাতে সরাসরি ডাটাবেইজে আসে সে ব্যবস্থা রাখতে হবে। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) ইফতেখার আহমেদ বলেন, সহজ ভার্সন দিয়ে ই-সার্ভিসের কার্যক্রম শুরু করা যেতে পারে। তিনি উল্লেখ করেন, এলজিইডি ইজিপি ও জিআইএস এর মতো অনেকগুলো সেবা অনলাইনের মাধ্যমে প্রদান করছে। তিনি ই-সার্ভিসের মাধ্যমে কোন কোন সেবা জনগণকে দেওয়া হবে তা সুনির্দিষ্টকরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক)-এর এলজিইডি অংশের কো-অর্ডিনেটর (নির্বাহী প্রকৌশলী) মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান এলজিইডির আওতায় বাস্তবায়িত সকল উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশীজনের সম্পৃক্ততার লক্ষ্যে মোবাইল ও অনলাইনের মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ করা এবং এ বিষয়ে জনগণের কোনো মতামত বা অভিযোগ থাকলে তা গ্রহণের ব্যবস্থা সম্বলিত একটি উপস্থাপনা তুলে ধরেন।

মুক্ত আলোচনায় এলজিইডির কর্মকর্তাগণ অংশ নেন। সভায় যেসব সুপারিশ ওঠে আসে সেগুলো হলো, যে সেবাসমূহ ই-সার্ভিসের আওতায় আসবে তা সুনির্দিষ্ট করা; সীমিত পরিসরে সহজভাবে পদ্ধতিটি চালু করা এবং পর্যায়ক্রমে তা উন্নত করা; মতামত প্রদানের সুযোগ রাখা; ইমেইলের ডাটা ফরমেটে তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা রাখা এবং এলজিইডিতে বিদ্যমান অন্য সিস্টেমগুলোর সঙ্গে যাতে এর দ্বৈততা সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

ই-সার্ভিস রোডম্যাপের আওতায় কোন সেবা অন্তর্ভুক্ত করা হবে তা বিশ্লেষণ, রূপান্তরযোগ্য ইলেক্ট্রনিক সিস্টেম ও অগ্রাধিকারভিত্তিক সেবাগুলো চিহ্নিত করতে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এলজিইডি সড়ক সম্পর্কিত তথ্যগুলো জনগণের কাছে সহজেই পৌছে দিতে এ সিস্টেমটি তৈরি করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন এক্সেসেস টু ইনফরমেশন কর্মসূচি এ কাজে এলজিইডিকে সহযোগিতা করছে।

ইউজিআইআইপি-৩: এডিবি'র ঋণ পর্যালোচনা মিশন

২৬ আগস্ট ২০১৭ এলজিইডি সদর দপ্তরে ইউজিআইআইপি-৩ ও এডিবি, বাংলাদেশ রেসিডেন্স মিশন (বিআরএম) আয়োজিত 'সুরক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ' শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী

এলজিইডির তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩)-এর কার্যক্রম পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের মিশন ২০ থেকে ২৮ আগস্ট ২০১৭ পরিচালিত হয়। মিশন প্রকল্পের নগর পরিচালন, ভৌত কাজ বাস্তবায়ন অগ্রগতি, পৌরসভার সক্ষমতা উন্নয়ন ও ক্রয় পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা ছাড়াও প্রকল্পভুক্ত পৌরসভায় বাস্তবায়নাধীন কাজ পরিদর্শন করে। মিশন প্রতিনিধিবৃন্দ স্থানীয় সরকার বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসসহ প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের সাথে একাধিক বৈঠকে মিলিত হয়। এডিবি'র আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড ওয়াটার ডিভিশন, সাউথ এশিয়া ডিপার্টমেন্টের আরবান ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট আলেক্সান্ড্রা ভোগ্‌ল মিশনে নেতৃত্ব দেন। প্রতিনিধিবৃন্দ মাঠ পরিদর্শনের অংশ হিসেবে পঞ্চগড়, নীলফামারী, লালমনিরহাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ও চারঘাট পৌরসভা পরিদর্শন করেন। মিশন প্রতিনিধিদল এসময়ে নগর সমন্বয় কমিটির বিশেষ সভায় অংশ নেন। এছাড়া ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের চলমান কাজ ও সমাপ্ত হওয়া উন্নয়ন কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেন। প্রতিনিধিবৃন্দ প্রকল্পের জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান ও পোভার্টি রিডাকশন এ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহ আশানুরূপ উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেন। বিশেষ করে টিএলসিসি ও বস্তি উন্নয়ন কমিটিতে নারীর সোচ্চার কণ্ঠস্বরকে উল্লেখ করার মত বলে মন্তব্য করেন। ২৮ আগস্ট ২০১৭ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এর চিফ, এডিবি উইং, ড. জীবন রঞ্জন মজুমদার এর সভাপতিত্বে প্রি র‌্যাপ-আপ সভা এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ এর মহাপরিচালক (পরিবীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন), এ এস এম মাহবুবুল আলম এর সভাপতিত্বে র‌্যাপ-আপ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মিশন একটি সময়-নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করে। এছাড়াও চলমান প্রকল্পে দুইশ' মিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিরিক্ত অর্থায়ন এবং পাঁচটি বৃহৎ শহর (ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ ও কক্সবাজার) প্রকল্পের কর্মকাণ্ডসমূহের সফল বাস্তবায়ন ও অগ্রগতিতে মিশন সন্তোষ প্রকাশ করে। উল্লেখ্য, প্রকল্পটি দেশের ৩৬টি পৌরসভার নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণের মধ্য দিয়ে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে।

আরটিআইপি-২: বিশ্বব্যাংকের দশম ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট রিভিউ মিশন সম্পন্ন

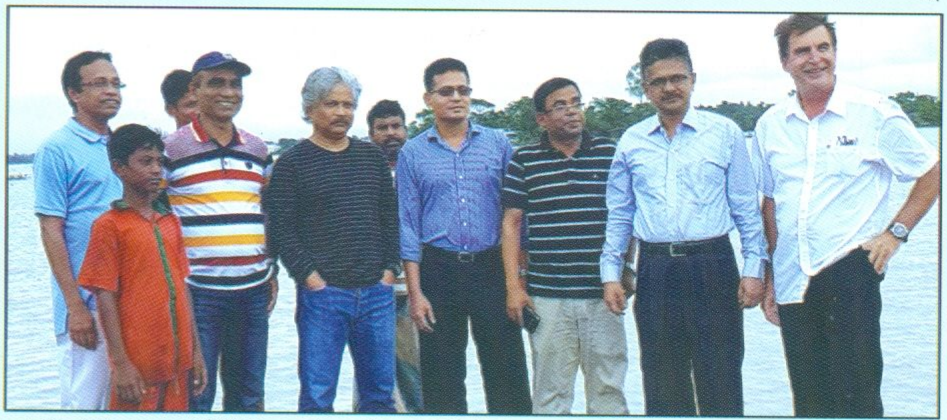

আরটিআইপি-২-এর মাঠভিত্তিক কার্যক্রমে মিশন প্রতিনিধি দল সুনামগঞ্জ জেলার সদর উপজেলা পরিদর্শন করেন

সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২)-এর ওপর বিশ্বব্যাংকের দশম ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট রিভিউ মিশন ৩১ জুলাই থেকে ১৪ ,আগস্ট ২০১৭ সময়ে পরিচালিত হয়। পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট এ মিশনে নেতৃত্ব দেন বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র ট্রান্সপোর্ট স্পেশালিস্ট ও টাস্ক টিম লিডার ফরহাদ আহমেদ। প্রকল্পের অগ্রগতি মূল্যায়ন, প্রকল্প বাস্তবায়নে কোনো সমস্যার সৃষ্টি হলে তার সমাধান এবং ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণের লক্ষ্যে এ মিশন পরিচালিত হয়। মিশনের সার্বিক মূল্যায়নে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে বলে উল্লেখ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় রুরাল এক্সিসিবিলিটি ও এলজিইডির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন, গ্রামীণ সড়ক নিরাপত্তা, সরকারি ক্রয়, চুক্তি ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং এসব ক্ষেত্রে অর্জিত কার্যক্রমের অগ্রগতিতে মিশন সন্তোষজনক প্রকাশ করে। স্থানীয় সরকার বিভাগের মহাপরিচালক এ এস এম মাহবুবুল আলম, অতিরিক্ত সচিব মোঃ রইছ উদ্দিন এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মাহমুদা বেগম, যুগ্ম সচিব মোঃ নাছির উদ্দিন খাঁন এবং এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রাসাদ অধিকারীর সঙ্গে মিশন প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে দেশের ২৬টি জেলায় আরটিআইপি-২ বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৫২৪৮ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন, ২৭৪১ মিটার সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ, ৪৪ কিলোমিটার নৌপথ খনন, ৩৩টি গ্রোথ সেন্টার মার্কেট ও ১০টি জেটি নির্মাণ করা হচ্ছে। একইসঙ্গে, এলজিইডির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, মানবসম্পদ ও আইসিটি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নসহ কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১৮ পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে।

হাওর অঞ্চলে বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম

বিলের সীমানা চিহ্নিতকরণ বিষয়ক কর্মশালা

হাওর অঞ্চলে বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের (এইচএফএমএলআইপি) অন্যতম লক্ষ্য হাওর অঞ্চলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে গতিশীলতা আনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে ফসল রক্ষা, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পানির সুষম ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার। এ প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র মৎস্যজীবী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিশেষত নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা হচ্ছে। জাইকার আর্থিক সহায়তায় জুলাই ২০১৪ থেকে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২২ সাল নাগাদ এর সমাপ্তির মেয়ার নির্ধারিত রয়েছে। এ প্রকল্পের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত ১৭ অক্টোবর ২০১৭ সুনামগঞ্জ সার্কিট হাউজ সম্মেলন কক্ষে ‘প্রকল্পে হস্তান্তরিত বিলের সীমানা চিহ্নিতকরণ ও পিলার স্থাপন’ বিষয়ে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় এলজিইডি সিলেট অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সেখ মোহাম্মদ মহসিন বলেন, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে সমন্বয় করে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এলজিইডির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের তিনি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন। সভাপতির বক্তব্যে সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসক মোঃ সাবিরুল ইসলাম প্রকল্পের কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সমন্বয়ের ওপর জোর দেন। তিনি আরও জানান, প্রকল্পের আওতায় গঠিত বিল ব্যবস্থাপনা গ্রুপ (বিইউজি)-এর সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত মৎস্যজীবীদের তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে উপজেলা ও জেলা মৎস্য কর্মকর্তার অফিস থেকে ছাড়পত্র নিতে হবে।

একই সঙ্গে এ তালিকা উপজেলা ও জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় অনুমোদন করাতে হবে। এরপর উপজেলা ও জেলা প্রশাসন সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসকে সম্পৃক্ত করে প্রকল্পে হস্তান্তরিত বিলসমূহের সীমানা চিহ্নিতকরণ ও পিলার স্থাপন বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হবে। কর্মশালায় প্রকল্প পরিচালক নজরুল ইসলাম প্রকল্পের পরিচিতি ও উদ্দেশ্য এবং হস্তান্তরিত বিলের প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও মৎস্য সম্পদ উন্নয়নকল্পে গৃহিত পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন। কর্মশালায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সুনামগঞ্জ জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) এর নির্বাহী প্রকৌশলী, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), মৎস্য কর্মকর্তা ও বিল সংশ্লিষ্ট বিইউজি প্রতিনিধিবৃন্দ।

মাছ চাষ বদলে দিচ্ছে দরিদ্র মৎস্যজীবীদের জীবন

হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলার সুবিদপুর ইউনিয়নের একটি ছোট্ট মৎস্যজীবী পল্লি ভবানীপুর। অভাব আর প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে এলাকার ক্ষুদ্র মৎস্যচাষী দল টিকে আছে। মাছ শিকার তাদের আদি পেশা। ভবানীপুর গ্রামের চারপাশে বিস্তীর্ণ জলাভূমি। এ জলাভূমিতে শুষ্ক মৌসুমেই শুধু চাষাবাদ হয় আর বর্ষা মৌসুমে থাকে অনাবাদী। একসময় এ জলাভূমিতে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। কিন্তু কালের প্রবাহে এসব জলাশয়ে মৎস্যসম্পদ আজ বিলুপ্তির পথে। মৎস্যসম্পদের ওপর নির্ভরশীল মৎস্যজীবীরা তাদের চাহিদা মাফিক মাছ সংগ্রহ করতে পারে না। ফলে পরিবার পরিজন নিয়ে অতিকষ্টে দিন কাটাতে হয়। এ অবস্থায় দারিদ্র্যপীড়িত মৎস্যজীবীদের জীবনে স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে এ জলাভূমিতে মাছ চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভবানীপুর গ্রাম সংলগ্ন ৫২.৬৪ একর এলাকায় ৪৭ জন চাষীর মালিকানায় নিচু ভূমি রয়েছে। এলজিইডির হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে জরিপ কালে এ বিষয় সম্পর্কে জানা যায়। গ্রামবাসীরা এ প্লাবনভূমিতে দলবদ্ধভাবে মাছ চাষে আগ্রহ প্রকাশ করে। ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জমির মালিক, মৎস্যজীবী ও গরিব গ্রামবাসীদের মধ্যে ৩২ জন পুরুষ ও ১২ জন নারী (৪৪ জন) নিয়ে ভবানীপুর প্লাবনভূমিতে মৎস্যচাষী দল গঠন করা হয়। সদস্যদের মধ্য থেকে শেয়ার বিক্রি করে আট লক্ষ আটচল্লিশ হাজার টাকা এবং প্রকল্প থেকে তিন বছরের জন্য আট লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এ সমিতির সদস্যদের জেলা ও উপজেলা মৎস্য অধিদপ্তর এবং প্রকল্প থেকে কারিগরি প্রশিক্ষণ, পরামর্শ ও আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। এই প্রথম এ এলাকায় প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ করা হচ্ছে। সমিতির সদস্যরা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নির্ধারণ করার লক্ষ্যে মাছ চাষ সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধান নিয়ে নিয়মিত আলোচনা করতে থাকে। প্রকল্পের দেওয়া আর্থিক সহযোগিতা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের জন্য প্রস্তুত করা হয়। সদস্যরা ৯০ হাজার মাছের পোনা মজুদ করে নিয়মিত খাবার দিতে থাকে। সম্প্রতি মাছ ধরা ও বিক্রি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ পর্যন্ত আট লক্ষ টাকার মাছ বিক্রি করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, এ প্লাবনভূমি থেকে ২৫ লক্ষ টাকার মৎস্য আহরণ করা সম্ভব হবে। গরীব মৎস্যজীবীদের দিন বদলে যেতে শুরু করেছে। মৎস্য চাষিরা তাদের পূর্বপুরুষের পেশা ফিরে পেয়ে আনন্দিত । ভবিষ্যতে যাতে সকলে সমান হারে শেয়ার কিনতে ও লাভ পেতে পারে সেই আশায় তারা নতুনভাবে স্বপ্ন দেখছে।

খাঁচায় মাছ চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ

গত ৩১ অক্টোবর ২০১৭ জাইকা সহায়তাপুষ্ট হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার সোনারামপুর ইউনিয়নে সোনারামপুর গোপে খাঁচায় মাছ চাষী দলের দশজন সুফলভোগীকে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষকগণ খাঁচায় চাষকৃত মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছ ও ১০টি খাঁচা পরিদর্শন করেন। এ সময় প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণার্থীদের খাঁচায় মাছ চাষ সম্পর্কে হাতে-কলমে শিক্ষা দেন। এইচএফএমএলআইপি ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন।

অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ সেক্টর প্রকল্প

সিরাজগঞ্জের নাইমুরী-অলিদহ উপ-প্রকল্প বদলে দিচ্ছে জনজীবন

এলজিইডি'র অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ সেক্টর প্রকল্পের কার্যক্রম দেখতে নোয়াখালীতে এডিবি-ইফাদ-জিওবি যৌথ রিভিও মিশন (৮ আগস্ট ২০১৭)

এলজিইডির অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ সেক্টর প্রকল্পের নাইমুরি-অলিদহ বন্যা ব্যবস্থাপনা এবং নিস্কাশন উপ-প্রকল্পটি এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা বদলে দিচ্ছে। এ উপ-প্রকল্পটি সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলাধীন সালাঙ্গা এবং রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নে অবস্থিত। উপ-প্রকল্পের আওতায় দুটি এক ভেন্টবিশিষ্ট স্লুইস গেট, আট কিলোমিটার বাঁধ পুনর্নির্মাণ, দুটি কালভার্ট ও প্রটেকটিভ ব্লক নির্মাণ করা হয়েছে। এডিবি-ইফাদ সহায়তাপুষ্ট এ উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ব্যয় হয়েছে এক কোটি ঊনআশি লক্ষ টাকা। নাইমুরী-অলিদহ উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে এ এলাকায় প্রতিবছর বন্যা দেখা দিতো। উপ-প্রকল্পের বাঁধ নির্মাণের ফলে বন্যার হাত থেকে গ্রাম এবং কৃষি জমি রক্ষা পাচ্ছে। এ বছর উপ-প্রকল্প সংলগ্ন গ্রামগুলি বন্যা কবলিত হলেও উপ-প্রকল্প এলাকার ঘরবাড়ি, গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী, মাছ এবং ফসলের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে পরিচালিত প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জরিপে দেখা গেছে, উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এ এলাকায় প্রায় সাড়ে সাতশ' হেক্টর জমিতে ঊনত্রিশ টন দানাদার এবং একশ একাশি হেক্টর জমিতে চারশ টন অদানাদার খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছে। উপ-প্রকল্প এলাকায় এক হাজার বিশটি পরিবার বসবাস করে এবং উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা আটশ পনের।

এর আওতায় নাইমুরি-অলিদহ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ (পাবসস) গঠন করা হয়েছে। এর সদস্য সংখ্যা ৫২৮; যার মধ্যে ৩২৬ জন পুরুষ এবং ২০২ জন নারী।

এরপর পৃষ্ঠা ১০

আত্মবিশ্বাস ও পরিশ্রমী কামরুন নাহারের সাফল্য

কামরুন নাহার এলজিইডির অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ সেক্টর প্রকল্পের কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলাধীন 'পোকখালী-নাইক্ষোনদিয়া' পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্য। পানি ব্যবস্থাপনা সমিতির এ সদস্যপদ তার জীবন বদলে দিয়েছে, তাকে আত্মবিশ্বাস ও পরিশ্রমী হতে শিখিয়েছে। কামরুন নাহার আজ অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছেন। কয়েক বছর আগে কামরুন নাহারের স্বামীর যকৃতের ক্যান্সার ধরা পড়ে। চিকিৎসার জন্য সঞ্চিত সব অর্থ ও সম্পদ ব্যয় করতে হয়। তাতে কোনো ফলাফল আসেনি। ২০১১ সালে তার স্বামী মারা যান। এ সময় বাড়িতে একমুঠো চালও ছিল না। কামরুন নাহার তিন সন্তান নিয়ে অকুল সাগরে পড়েন। অনেক চেষ্টার পর তিনি একটি বেসরকারি প্রাইমারি মাদ্রাসায় সহকারি শিক্ষকের পদে যোগাদান করেন। কিন্তু বেতন ভালো না থাকায় তার সংসার চলছিল না। এক পর্যায়ে কামরুন নাহার প্রতিবেশীর কাছ থেকে কিছু টাকা ঋণ নিয়ে মাছের ব্যবসা শুরু করেন। সংসারে আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি হওয়ায় এতেও তিনি পেরে উঠছিলেন না।

সফল নারী কামরুন নাহার শুঁটকি মাছ শুকাচ্ছেন

কামরুন নাহার বলেন, যখন দু'পয়সা আয়ের কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না তখন পোকখালী-নাইক্ষোনদিয়া পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কথা জানতে পারি। এ সমিতির সদস্য হিসেবে যোগ দিই। জেন্ডার সচেতনতা, নারীর কার্যকরী ভূমিকা ও জীবনমান উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিই। প্রশিক্ষণগুলো আমার জীবন বদলে দেয়। আমি আস্থা ফিরে পাই। শুকনো মাছ প্রক্রিয়াকরণ ও শুঁটকি এবং নাফফি মাছের ব্যবসা শুরু করি। কক্সবাজারে ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় এ মাছগুলো খুবই জনপ্রিয়। কামরুন নাহার সমিতি থেকে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন। আস্তে আস্তে ব্যবসায় উন্নতি হতে থাকে। আয় বাড়তে থাকে। কামরুন নাহারের পণ্য স্থানীয় বাজারে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। বর্তমানে তার সঙ্গে দশজন নারী-পুরুষ কাজ করছে। কামরুন নাহার আরও জানান, আমার এগিয়ে যাওয়ার পথে অনেক সামাজিক বাধা ছিল। কারণ, আমি নারী হয়ে পুরুষের কাজ করছিলাম। কোনো প্রতিবন্ধকতা তাকে দমাতে পারেনি। এই এগিয়ে যাওয়ার পথে সন্তান ও বাবা-মার প্রেরণা তাকে সাহস যুগিয়েছে। সবাই এখন কামরুন নাহারের সাফল্যের প্রশংসা করে। কামরুন নাহার তৃপ্তি নিয়ে জানান, আমি খুব খুশি কারণ আমি আমার সন্তানদের লেখাপড়া ও বাবা মায়ের চিকিৎসা করাতে পারছি। পরিবারের সদস্যদের চাহিদা মেটাতে পারছি। এখন কামরুন নাহার সমিতির অন্যান্য সদস্যদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠতে উদ্বুদ্ধ করছেন। কামরুন নাহারের জীবন, সংগ্রাম ও সাফল্য পিছিয়ে পড়া নারীদের জন্য আজ অনুপ্রেরণা। এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক ও ইফাদের আর্থিক সহায়তায় ১১২০টি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি পরিচালিত হচ্ছে।

এমজিএসপি'র কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা: নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ

কর্মশালায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ নগরে বাস করে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে এদের অবদান শতকরা ৬০ ভাগ। দেশে নগরায়ণ প্রক্রিয়া দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এ প্রেক্ষিতে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোর উন্নত পরিচালন ব্যবস্থা এবং নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধির জন্য এলজিইডি দেশব্যাপী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর অংশ হিসেবে এলজিইডি বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে মিউনিসিপ্যাল গভর্ন্যান্স এন্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (এমজিএসপি) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য হলো- পৌরসভাসমূহে মৌলিক চাহিদা সেবা প্রদান, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নিজস্ব আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান। একইসঙ্গে, পৌর পরিচালন ও নাগরিক সেবার মান উন্নয়ন, পৌরসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে চাহিদাভিত্তিক অর্থায়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নে সহায়তা প্রদান।

এমজিএসপি'র কার্যক্রমের অগ্রগতির ওপর অনুষ্ঠিত এক পর্যালোচনা সভার উদ্বোধনীপর্বে সভাপতির বক্তব্যে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী বলেন, কাজের গুণগত মান বজায় রেখে প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে গৃহীত সব উপ-প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার সঙ্গে সমন্বয় করে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

গত ২৭ জুলাই ২০১৭ এলজিইডি সদর দপ্তরে এ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এমজিএসপিভুক্ত চারটি সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও বাইশটি পৌরসভার মেয়র, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলীসহ এমজিএসপি'র কর্মকর্তা ও পরামর্শকবৃন্দ এ সভায় অংশ নেন। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বলেন, কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এলজিইডি পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের নির্দেশনা অনুসরণ করে পরিবেশ ও সামাজিক ভারসাম্য বজায় রেখে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দের সভাপতিত্বে দিনব্যাপী এ পর্যালোচনা সভায় চলমান উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, চলতি অর্থ বৎসরের (২০১৭-১৮) কর্মপরিকল্পনা, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ, কাজের গুণগত মান, পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় সুপারিশ করা হয় যে, উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষার বিষয়াদি যথাযথভাবে অনুসরণ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে। একই সঙ্গে, ডিজাইন অ্যান্ড সুপারভিশন ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট (ডিএসএম)কে পর্যাপ্ত লোকবল নিয়োগ করে উপ-প্রকল্পগুলোর ডিজাইন দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়। পৌরসভা মেয়রগণ দ্রুত সমস্যা সমাধানের জন্য নিয়মিত এ ধরণের সভা আহ্বানের বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন। সভায় প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রমের ওপর উপস্থাপনা তুলে ধরেন এমজিএসপি'র প্রকল্প পরিচালক শেখ মুজাক্কা জাহের।

উপ-প্রকল্প বদলে দিচ্ছে জনজীবন

৯ পৃষ্ঠার পর

সমিতির মোট মূলধন প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। বায়ান্ন হাজার আটশ টাকার শেয়ার বিক্রি এবং দু'লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার টাকার সঞ্চয় আমানত থেকে এ মূলধন সংগ্রহ করা হয়েছে। সমিতি থেকে গরিব সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নে ঋণ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে একুশ জন পুরুষ এবং বার জন নারী তিন লক্ষ পনের হাজার টাকা ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেছে।

এ ঋণ কাজে লাগিয়ে সদস্যরা বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কাজ করছে, যা তাদের জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। সমিতি বিভিন্ন উপাঙ্গের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় নিজস্ব তহবিল থেকে বহন করছে।

সমিতির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চার লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকার তহবিল জমা আছে। বিগত দুই অর্থবছরে সমিতির সদস্যরা পঁয়ষট্টি হাজার টাকা সংগ্রহ করে বাঁধের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত করেছে। এছাড়া নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের কাজের অংশ হিসেবে রেগুলেটরের গেট পরিস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।

পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সভাপতি মোঃ জালাল জানান, উপ-প্রকল্প এলাকার জনগণ পরপর দুই মৌসুমে বন্যামুক্তভাবে আমন ধান চাষ করে ফসল ঘরে তুলতে সক্ষম হয়েছে, যা তিন বছর আগেও সম্ভব ছিল না। এছাড়া, স্থানীয় জনসাধারণ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের পাশাপাশি যাতায়াতের ক্ষেত্রেও সুবিধাভোগ করছে।

এলজিইডির এ উপ-প্রকল্পটি ফসল উৎপাদন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগ উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছে সেজন্য এলাকাবাসী এলজিইডির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

কামরুল ইসলাম সিদ্দিক - একটি নাম, একটি প্রতিষ্ঠান। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের রূপকার। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনে তিনি যে দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন তা অবিস্মরণীয়। তাঁর সময়োপযোগী কর্মপরিকল্পনা এবং এর বাস্তবায়ন গ্রামপ্রধান বাংলাদেশের গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নেই শুধু পরিবর্তন ঘটায়নি, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। পরিবহন যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে তাঁর যুগান্তকারী পদক্ষেপ শহর ও গ্রামের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে এনেছে, যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব আজ গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

মুক্তিযোদ্ধা কামরুল ইসলাম সিদ্দিক তাঁর দেশপ্রেম ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে একজন কিংবদন্তি ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। ১৯৭৯ সালে যুক্তরাজ্যের শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবান এন্ড রিজিওনাল প্ল্যানিং এর ওপর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করা এই প্রকৌশলীর কর্মদক্ষতার একটি বড় দৃষ্টান্ত হচ্ছে, তাঁর যোগ্য নেতৃত্বের কারণেই মাত্র দশ বছরের মধ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) ১৯৯৪ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) হিসেবে রূপান্তরিত হয়, যা অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে আজ দেশের সর্ববৃহৎ প্রকৌশল সংস্থা।

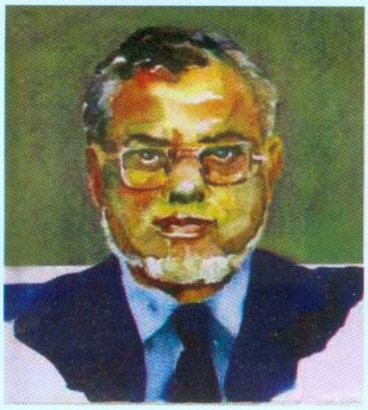

প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক

এদেশে তিনিই প্রথম পরিকল্পনা প্রণয়নে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করেছিলেন গত নব্বইয়ের দশকের শুরুতে তৎকালীন এলজিইবিতে জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম - জিআইএস চালুর মাধ্যমে। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য অবকাঠামো উন্নয়নে দুঃস্থ নারীদের সম্পৃক্ত করা, অবকাঠামো নির্মাণে ঠিকাদারের পাশাপাশি চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদলের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি, তথা দেশের দারিদ্র্য হ্রাস ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে গেছেন জনাব কামরুল ইসলাম সিদ্দিক।

শুধু গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন নয়, পরিবেশ উন্নয়ন, সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, আন্তর্জাতিক নদীর জল হিস্যায় দেশের ন্যায্য দাবি প্রতিষ্ঠা ও তা থেকে লাভবান হবার কৌশল নির্ধারণ, আধুনিক, পরিচ্ছন্ন ও গতিশীল ঢাকা মহানগরী গড়তে এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও বাণিজ্যিক জ্বালানি সরবরাহের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি অনুধাবনের পাশাপাশি তা বাস্তবায়নে আজীবন সচেষ্ট ছিলেন তিনি। তাঁরই তত্ত্বাবধানে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। প্রয়াত প্রকৌশলী জনাব কামরুল ইসলাম সিদ্দিক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্ন বাস্তবায়নে কাজ করে গেছেন। ১৯৪৫ সালের ২০ জানুয়ারি তিনি কুষ্টিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। এলজিইডির প্রথম প্রধান প্রকৌশলী জনাব কামরুল ইসলাম সিদ্দিক গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব, সেতু বিভাগের সচিব, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান, প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের চেয়ারম্যান, ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইইবি) এর সভাপতি, ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কো-অর্ডিনেশন বোর্ড এর নির্বাহী পরিচালকসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন।

২০০৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। এ উপলক্ষে মরহুমের আত্মার শান্তি কামনায় গত ১ সেপ্টেম্বর এলজিইডি সদর দপ্তরে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বপ্নদ্রষ্টা প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিকের প্রতি রইল আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা।

জাতীয় শোক দিবস

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রধান প্রকৌশলী বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এছাড়া চূড়ান্তপর্বে অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিযোগীকে সনদপত্র প্রদান করা হয়। এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে প্রধান প্রকৌশলী শিশু কিশোরদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা দেশের ভবিষ্যৎ। আগামীতে তোমরাই দেশকে এগিয়ে নেবে সামনের দিকে। এ জন্য প্রয়োজন দেশপ্রেম। তোমরা বঙ্গবন্ধুকে পূর্ণাঙ্গভাবে জানতে পারলে, তাঁর চেতনা বক্ষে ধারণ করতে পারলেই সত্যিকারের দেশপ্রেমিক হতে পারবে। 'ক' বিভাগে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণির শিশুদের চিত্রাঙ্কনের বিষয় ছিলো 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' এবং 'খ' বিভাগের নবম থেকে তদূর্ধ্বদের বিষয় ছিলো '১৫ আগস্ট; বাংলাদেশের রক্তাক্ত বুক'। এবছর 'ক' বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে ঢাকা জেলার এস.এম ওয়ালিদ বিন ওয়াহিদ (সিফাত), দ্বিতীয় স্থান হবিগঞ্জ জেলার নুজহাত তাবস্সুম উর্বানা, তৃতীয় স্থান রাজবাড়ি জেলার তাসনিম জারিন তন্বী এবং 'খ' বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করে ময়মনসিংহ জেলার শেখ অনিরুদ্ধ কাব্য, দ্বিতীয় স্থান নারায়ণগঞ্জ জেলার মোঃ সাজ্জাদ হোসেন (বাঁধন) এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করে নড়াইল জেলার মোঃ রেজোয়ান উদ্দীন আহম্মেদ।

১৫ আগস্ট ২০১৭ মঙ্গলবার জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী

নবনির্মিত নান্দাইল মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন। উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন ও ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের পর মোনাজাতে অংশ নেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি

ময়মনসিংহে ১৫টি উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন ও ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ময়মনসিংহে এলজিইডির ৩টি উন্নয়ন কাজের শুভ উদ্বোধন ও ১২টি কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। উদ্বোধন করা কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে নান্দাইল মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন এবং জাহাঙ্গীরপুর ও নান্দাইল ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ। যে সকল কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় তার মধ্যে রয়েছে ৫টি সেতু, ৫টি সড়ক, একটি পৌরভবন ও একটি পৌর মার্কেট। এসব কাজ বাস্তবায়নে ব্যয় হবে প্রায় ৫০ কোটি টাকা। শুভ উদ্বোধন ও ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের পর তিনি স্থানীয় এক জনসভায় যোগ দেন। সভায় তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এক সময় আমাদের বলা হতো, তলাবিহীন ঝুড়ি। যারা একথা বলেছে, আজকে তারাই বলছে উন্নয়নের রোল মডেল বাংলাদেশ। তিনি আরও বলেন, সাম্প্রতিক বন্যায় দেশব্যাপী রাস্তার যে ক্ষতি হয়েছে তা মেরামত করা হবে। বন্যায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা সংস্কারের জন্য মন্ত্রণালয় থেকে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

ময়মনসিংহ-৯ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আবেদীন খান তুহিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জ-২ আসনের সংসদ সদস্য অধ্যাপক ডাঃ মোঃ হাবিবে মিল্লাত। অন্যান্যের মধ্যে ময়মনসিংহ-২ আসনের সংসদ সদস্য শরীফ আহমেদ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারীসহ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের স্থানীয় জনপ্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় শোক দিবস ২০১৭ এ এলজিইডির শ্রদ্ধাঞ্জলি

আগস্ট মাস আমাদের জাতীয় জীবনে শোকের মাস। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবার একদল কুচক্রীর হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। এই মহান নেতা ও তাঁর পরিবারসহ সেদিনের সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবং দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে দেশব্যাপী প্রতিবছর ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়। দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে পালন করতে এলজিইডি নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে।

এ উপলক্ষে প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারীর নেতৃত্বে এলজিইডি'র সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এছাড়া এ মহান নেতা ও ১৫ আগস্ট নিহতদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে এলজিইডিতে বিশেষ দোয়া করা হয়।

শিশু-কিশোরদের জন্য চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে আগামী প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে প্রতিবারের মতো এবারও শিশু কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রথম পর্যায়ে দেশের ৬৪ জেলায় এলজিইডিতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য দুই গ্রুপে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। জেলা পর্যায়ের প্রথম স্থান অধিকারীদের নিয়ে গত ১৫ আগস্ট ২০১৭ এলজিইডি সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয় চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিযোগিতা।

এরপর পৃষ্ঠা ১১

১৫ আগস্ট রাজধানী ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারীর নেতৃত্বে এলজিইডি'র সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

উপদেষ্টা : শ্যামা প্রসাদ অধিকারী, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, **সম্পাদক :** মোঃ আবুল কালাম আজাদ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন), এলজিইডি।
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়: আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। ওয়েবসাইট : www.lged.gov.bd